

সূরা আরু রূম-৩০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যদিও এর অবতীর্ণ হওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একে অবশ্য নবুওয়াতের ষষ্ঠ বা ৭ম বছরের দিকে অবতীর্ণ সূরা বলে মনে করেন। কেননা সেই সময়েই পারসিকদের বিজয় অভিযান, যার প্রতি এই সূরায় ইঙ্গিত রয়েছে, এর উচ্চতম শিখরে উপনীত হয়েছিল। পারস্য সৈন্যরা তখন কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে পৌছে আঘাত হানে এবং রোমানদের গ্রানি ও অপমান নিক্ষেত্রে পর্যায়ে পৌছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছিল, এই পৃথিবীর জীবন কীড়া-কোতুক করতেই শেষ হয়ে যায়। তাই সত্যিকার ও মহৎ উদ্দেশ্যে যদি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করা না যায় তাহলে মানুষ কখনো সেই অনন্ত জীবন, যে জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরাজমান, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হতে পারে না। আলোচ্য সূরাটি এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা শুরু হয়েছে, মুমিনদেরকে এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তারা অবশ্য সাফল্যের সাথে এই নির্যাতন ও উৎপীড়নের কাল অতিক্রম করবে এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে তাদের জন্য প্রশা অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার খুলে দেয়া হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে অসত্য ও অবিশ্বাসী শক্তির পরাজয় এবং ইসলামের উত্থান ও অগ্রগতির ঘোষণা। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও সন্দেহাতীতরূপে সূরাটিতে বলা হয়েছে, অতীতের সব ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি ধ্রংস হয়ে যাবে এবং এর ধ্রংসাবশেষ থেকেই পুনরায় একটি নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। অতঃপর রোমানরাই পারসিকদের ওপর বিজয়ী হবে— এই ভবিষ্যদ্বাণী সহকারে সূরাটি শুরু হয়েছে। বস্তুত এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন এক সময়ে করা হয়েছিল যখন পারস্য বাহিনী অপ্রতিরোধ্য গতিতে সম্মুখে ধাবমান এবং রোমানরা গ্রানি ও পরাজয়ের শেষ সীমায় উপনীত। তখন এই কথা চিন্তা করাও মানব বুদ্ধি-বিবেচনা এমন কি কল্পনাতেও কঠিন ছিল যে তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং যে পারসিকরা আজ বিজয়ী তারাই পরান্ত হবে। অর্থচ অত্যন্ত অসাধারণ ও অভূতপূর্বভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা আরো একটি গভীর তাংপর্যময় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাহলো বাহ্যিকভাবে দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের মোকাবিলায় কাফিরদের শক্তি ও সামর্থ্য যদিও অত্যন্ত প্রবল তবুও তারাই একদিন মুসলমানদের নিকট পরাজিত হবে এবং ইসলাম ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এরপর সূরাটিতে আল্লাহর অপার শক্তি ও ক্ষমতার ধারণা দিতে গিয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-তত্ত্ব, দিন-রাত্রির পালাত্রমে আগমন, বিশ্ব জগতের মধ্যে বিরাজিত ঐক্যসূত্র ও নির্ভুল পরিকল্পনার প্রকাশ এবং অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় এই কথা বুঝাবার জন্যই এক অনিবার্য ও অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে যে সেই আল্লাহ, যিনি এমন অপার ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অবশ্যই ইসলামকে এক ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বীজ হতে এক মহা মহীরূহে পরিণত করতে সক্ষম, যার সুশীতল ছায়াতলে একদিন সমগ্র বিশ্ব-মানবতা আশ্রয় লাভ করবে। বস্তুত ইসলাম অবশ্যই সফলকাম হবে। কেননা এ হচ্ছে ‘দীনে ফিতরত’ বা প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম। ইসলাম মানুষের বিবেক, যুক্তি ও স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি আহ্বান জানায়। এভাবেই একদিন আরবের বুকে ইসলাম এক মহান ও আশ্চর্য বিপ্লব সাধন করবে। একটি জাতি যারা নৈতিকতার বিচারে আজ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তারাই একদিন দীর্ঘ যুগের গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রস্তবণের পানি পান করে আধ্যাত্মিক জগতের মশালবাহী হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণীকে বহন করে নিয়ে যাবে। সূরাটির শেষের দিকে এই মন্তব্য করা হয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে এর অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব নয়। পরিণামে সত্যাই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও অপমানিত হয়। এই চিরস্তন নিয়ম সকল নবী-রসূলের যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়েও এই কথা বলা হয়েছে, তিনি যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও হাসি-ঠাটাকে সহ্য করে যান। কেননা তাঁকে অচিরেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় দান করা হবে।

سُورَةُ الْأَنْجَوْرَمَكِيَّةِ هِيَ مَعَ ابْتَهَلَقَةِ الْحَدِيَّ وَسِنْتَوْنَ أَيْنَ دَسِّيَّةِ كُوكَعَاتِ

সূরা আরু রাম-৩০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৬১ আয়াত এবং ৬ রংকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। *আনাল্লাহ আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানি^{২৬৯} ।

৩। রোমানদের পরাজিত করা হয়েছে

৪। নিকটবর্তী দেশে^{২৬৯-ক} । আর তাদের পরাজয়ের পর তারা অবশ্যই (আবার) বিজয়ী হবে

৫। তিন থেকে নয় বছরে^{২৭০} মাঝে । ^গ(এ ঘটনার) পূর্বেও এবং পরেও আল্লাহরই আদেশ (কার্যকর) হয়ে থাকে । আর সেদিন মু'মিনরা (নিজেদের বিজয়েও) খুব খুশী হবে^{২৭১},

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ

غُلَبَتِ الرُّؤْمُ

فِي آذَنِ الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ
عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ

فِي بِضَعِ سِنِينَ هُنَّ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ
قَبْلٍ وَ مِنْ بَعْدٍ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَغُ
الْمُؤْمِنُونَ

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ২৯৪২ গ. ৩১৫৫; ১৩৩২।

২২৬৯। ১৬ টাকা দ্রষ্টব্য ।

২২৬৯-ক । প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) ।

২২৭০। 'বিয়উন' শব্দটি আরবী ভাষায় বেশ কয়েকটি সংখ্যাকে বুঝিয়ে থাকে, যেমন পাঁচ, সাত, দশ ইত্যাদি । তবে সাধারণত বুঝায় তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে ।

২২৭১। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতের প্রকৃত মর্ম ও তৎপর্য বুঝাতে হলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবদেশ ও আশপাশের দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের- পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম-সাম্রাজ্যের- রাজনৈতিক অবস্থাবলীর দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন । এই দুটি বিশাল সাম্রাজ্য পরম্পর যুদ্ধের ছিল । ৬০২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাটের বন্ধু ও হিতৈষী মোরিস পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় খসরু ফোকাসের হাতে মারা গেলে যুদ্ধের সূচনা হয় । সূচনা পর্বে পারস্য-সম্রাটের জয় জয়কার শুরু হয়ে গেল । প্রায় বিশ বছর ধরে পারস্য বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যকে তছনছ করতে লাগলো । এমনটি পূর্বে আর কখনো ঘটেনি । পারস্য-সেনারা সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর লুণ্ঠিত ও পদদলিত করলো এবং ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে চ্যালসেন্ড পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেল । ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তারা দামেক দখল করে নিল । এমন কি দামেক এলাকার আশপাশের দেশগুলোতে ঐ সময় পর্যন্ত যে ভূমিতে পারস্য সভান কখনো পা রাখতেও সাহস পায়নি, সেসব রোমীয় দেশগুলোও পারসিকদের পদান্ত হলো । তারপর ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে জেরুয়ালেমও পারস্য-সম্রাটের করতলগত হলো । সমগ্র খৃষ্টান-বিষ্ণু ভীত-বিহুল ও হতভুব হয়ে এই খবর শুনলো যে পারসিকেরা খৃষ্টের ত্রুশকার্ত সহ পেট্রিয়ার্ককে (সর্বোচ্চ খৃষ্টান ধর্ম্যাজক) ধরে নিয়ে গেছে । খৃষ্টধর্ম অপমানিত ও ভুলুষ্ঠিত হলো । জেরুয়ালেম দখল করেও পারস্য-বাহিনী থামলো না । তারা মিসর জয় করলো, এশিয়া মাইনর পুনর্বার লুণ্ঠন করলো এবং তারপর কনস্টান্টিনোপলের সিংহদ্বারে এসে হানা দিল । রোমানরা আঘ-কলহে বিভক্ত থাকার ফলে শক্রকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতে সক্ষম ছিল না । সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অসহায়তা ও অপমান এতই ইনতম পর্যায়ে পৌছুল যে 'সম্রাট' (খসরু) তাকে তার সিংহাসনের পায়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করার হকুম দিলেন । এমন কি ত্রুশবিদ্ধ খোদার প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সূর্যের উপাসনা অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাকে রেহাই দেয়া হবে না বলে শাসিয়ে দিলেন । (হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৪-১৫ এবং এনসাইক বৃট, 'খসরু' ২য় ও হেরাক্লিয়াস') । তখনকার এই অস্ত্রির অবস্থা মুসলমানদের মনকেও কষ্ট দিল । কেননা রোমায়দের সাথে মুসলমানদের কতকটা ধর্মীয় মিল ছিল, যেহেতু তারা কিতাবধারী (আহলে কিতাব) । কিন্তু মক্কার কুরায়শরা যারা পারস্যবাসীরই মতো মৃত্তি-উপাসক ছিল, খৃষ্টান সেনাবাহিনীর পতনের মধ্যে আনন্দিত হয়ে মনে করেছিল, উদীয়মান ইসলামও খৃষ্টানদের মতোই অচিরে বিনষ্ট ও পদদলিত হবে । রোমান বাহিনী এইভাবে পূর্ণরূপে পর্যন্ত হওয়ার পরে পরেই হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি ঐশ্বী-বাণী অবতীর্ণ হলো যা আলোচ

৬। (যা) আল্লাহর সাহায্যে (হবে)। তিনি যাকে চান সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) বার বার কৃপাকারী।

৭। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি^{১১১২} (এবং) *আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। অথচ অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

৮। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটাই^{১১১৩} জানে এবং তারাই পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

يَنْصُرِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^①

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^②

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا قَنَ الْحَيَاةِ
الْأُنْيَاءِ وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَفُولُونَ^③

দেখুন : ক. ৩৪১৯৫; ৩৪৪২১।

আয়াত ও পূর্ববর্তী দুটি আয়াতের বিষয়বস্তু। এই আয়াতগুলোর দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। এই আয়াতগুলোতে সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, আগামীতে মাত্র ৮/৯ বছরের মধ্যে (বিঘ্নেন অর্থ ৩ থেকে ৯ বছর) চলতি অবস্থা একেবারেই উল্টে যাবে। বিজয়ী পারস্য-বাহিনী এই পর্যবেক্ষণ, পরাজিত ও পদদলিত রোমায়দের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করবে। ভবিষ্যদ্বাণীটির গভীরতর অপর তাৎপর্য হলো, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তি রচিত হয়ে যাবে এবং সংশয়, অঙ্গকার ও অবিশ্বাসের শক্তিসমূহের পরাজয় ও বিনাশের কর্তৃণ বাঁশী বেজে উঠবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মানুষের কল্পিত হিসাবের সম্পূর্ণ বিপরীতে মানব-বুদ্ধিকে হতচকিত করে কল্পনাতীত অবস্থায় পূর্ণ হলো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, ”পারস্য বাহিনীর বিজয়ের মধ্যে তিনি (মুহাম্মদ -সা:) কি নির্দিষ্টায় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন যে বেশি সংখ্যক বছর গত হবে না, বিজয় রোমানদের পাতাকায় প্রত্যাবর্তন করবে।....যে সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল তখন এর পূর্ণ হওয়ার দূরতম অবস্থাও বিদ্যমান ছিল না। কেননা বারোটি বছর যাবত হেরাক্লিয়াসের ক্রমাগত পরাজয় ও বিপর্যয় এটাই ঘোষণা করে আসছিল, তার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি অত্যাসন্ন” (রাইজ, ডিক্রাইন এভ ফল অব দি রোমান ইস্পায়ার,- গীবন, ৫ম খন্দ, পৃঃ ৭৪)।

বহু বছরের পরাজয়ের প্রান্তীয়ে হেরাক্লিয়াস পারস্য-বাহিনীর মোকাবিলায় নব-উদ্যোগে মার্ঠে নামলেন। এটা ছিল মহানবী (সা:) এর মদীনায় হিজরতের বছর। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস উত্তর মেডিয়ায় অস্তর হলেন এবং সেখানকার ‘গাওজাক’ এর সুবৃহৎ অগ্নি উপাসনালয় ভূলুঞ্চিত করে জেরুয়ালেম ধ্বংসের প্রতিশোধ ধ্রহণ করলেন। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ঠিক ৯ম বছরেই এই ঘটনা সংঘটিত হলো। ভবিষ্যদ্বাণীটিকে অধিকতর শক্তিশালী ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে আরো আচর্যজনক ব্যাপার ঘটলো, এই বছরই মক্কার গৌরবশালী কুরায়শদের শৈর্য বীর্য অল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে বদরের যুদ্ধে চিরতরে ভূলুঞ্চিত হলো। এতে বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী-’কেদরের শৈর্য ভূলুঞ্চিত হইবে’- পূর্ণ হলো (যিশাইয়-২১:১৬-১৭)। অতঃপর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস নীনেভায় পারস্য সৈন্যকে পরাভূত করে সেসিফেনের দিকে অগ্রসর হলো। খসরু (পারস্য সম্প্রাট) তার অতি প্রিয় প্রাসাদ ‘দন্তগর্দ’ (বাগদাদের কাছে) থেকে পলায়ন করলো। এই অবস্থায় অপমানজনক অজ্ঞাত জীবন অতিবাহিত করার পর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারি স্বীয় পুত্র সিরোসের হাতে নিহত হলো। এভাবে যে পারস্য সাম্রাজ্য কয়েক বছর পূর্বেও দৃশ্যত শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধারণ করেছিল তা নৈরাশ্যজনক অরাজকতার শিকার হয়ে গেল (এনসাই বৃট)।

এই আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও উজ্জ্বলতা এতই কল্পনাতীত যে দুর্যোগায়ণ খৃষ্টান লিখকরা এর অপব্যাখ্যা করতেও চেষ্টার ফুটি করেনি। রডওয়েল বলেন, এই আয়াতের শব্দগুলোতে জের-জবর-পেশ কিছুই দেয়া ছিল না। তাই শব্দগুলোকে যে কোনভাবে উচ্চারণ করা যেত। ‘সাইয়াগলিবুন পড়লে অর্থ দাঁড়াতো’ ‘তারা বিজয়ী হবে’ আর ‘সাইউগলাবুন’ উচ্চারণ করলে অর্থ দাঁড়াতো ‘তারা পরাজিত হবে’। তিনি আরো বলেন, এই দ্ব্যর্থবোধক ইচ্ছাকৃত ছিল। এই পদ্মী ভদ্রলোক জেনে না জানার ভান করেছেন। এ তো জানা কথাই যে অবতীর্ণ হবার পরে এই আয়াতগুলো পাঁচবারের দৈনিক নামাযে শত শত বার পর্যটিত ও উচ্চারিত হয়েছিল। তাই উচ্চারণ ও পঠন অনিদ্বারিত থাকার প্রশঁস্ত উচ্ছে না। মিঃ হয়েরী আরও আজব কথা শুনিয়ে নৃতনভাবে গোপন দুর্ঘা প্রকাশ করেছেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করে বলেছেন, ‘আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলোও তো প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পূর্বাভাস দিয়ে থাকে’। হয়েরী সাহেবদের এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াস দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যাখ্যা ও খর্বতা সাধন যে কোন মতেই সম্ভব নয়, গীবনের উপরোক্ত ঐতিহাসিক উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২২৭২। এই প্রতিশ্রুতি ৮:৪৩ আয়াতে রয়েছে।

২২৭৩। অবিশ্বাসীদের জ্ঞান ঘটনাগুলোর বাহ্যিক ও জাগতিক কারণসমূহের মধ্যে সীমিত। কিন্তু পারস্যবাহিনীর পরাজয় এবং কুরাইশ বাহিনীর পরাজয় বাহ্যিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই পরাজয়গুলোর পিছনে নিগঢ় ও গভীরতর কারণ রয়েছে, যা জাগতিক বা প্রাকৃতিক নয় বরং আধ্যাত্মিক।

৯। ৰাতারা কি মনে মনে ভেবে দেখেনি, আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে আল্লাহ (তা) যথাযথভাবে^{২৭৪} এবং এক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? ৰবরং অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টি) অঙ্গীকার করে থাকে।

১০। ৰাতারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, যাতে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তারা ভেবে দেখতো? তারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তারা (ব্যাপকভাবে) চাষাবাদ করতো। আর এরা যতটা বসতি এতে স্থাপন করেছে তারা এর চেয়ে বেশি (বসতি) এতে স্থাপন করেছিল। আর তাদের কাছেও তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দেশনসহ এসেছিল। ৰাতাল্লাহ তো এমন নন যে তিনি তাদের ওপর যুলুম করতেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের ওপরই যুলুম করতো।

১১। এরপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত মন্দ। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ
১
প্রত্যাখ্যান করতো এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ(ও)
১
৮ করতো।

১২। ৰাতাল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর এর পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১৩। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে ৰ(সেদিন) অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে।

১৪। আর তাদের (বানানো) শরীকদের কেউ-ই তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং ৰাতারা তাদের (বানানো) শরীকদেরকে (নিজেরাই) অঙ্গীকার করবে।

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَآجَلٌ مُّسَمٌّ وَلَانَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يُلْقَائِي رَبِّهِمْ كُفِّرُونَ ①

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُورًا وَأَنَّهُمْ وَالْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ②

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا إِلَيْهِمْ أَنْ كَذَّبُوهَا يَأْتِيَنَّهُمْ كَانُوا إِلَيْهَا يَسْتَهِزُؤُنَ ③

أَنَّهُ يَبْدَءُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يُعِنِّدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ④

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ⑤

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَكَاءِهِمْ شَفَعُوا وَكَانُوا يُشْرِكُونَ ⑥

দেখুন ১. ক. ৭৪১৮৬ থ. ১০৪৪৬; ২৯৪২৪; ৩২৪১১ গ. ১২৪১১০; ২২৪৪৭; ৩৫৪৪৫; ৪৭৪১ ঘ. ৪৪৪১; ১০৪৪৫ খ. ২৯৪২০ চ. ৬৪৪৫ ছ. ১০৪২৯।

২২৭৪। অবিশ্বাসীরা যদি ভেবে দেখতো মানুষকে কত অফুরন্ত শক্তি, কত উদ্ভাবনী গুণাবলী ও কত মহিমায় ভূষিত ও মহিমাবিত করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যদি এও ভেবে দেখতো মানুষের এই পার্থিব জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী তাহলে তারা নিষ্পয়ই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতো, কেবলমাত্র ইহলোকিক জীবনেই মানুষের সব কিছু নিঃশেষে পর্যবসিত হবার নয়, বরং মরণের পরপারেও বিস্তৃততর, পূর্ণতর ও মহস্তর জীবন রয়েছে, যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির অগমিত স্তর মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। চিন্তা-ভাবনা করে তারা এও উপলক্ষ্য করতে পারতো ইহজীবন হচ্ছে মৃত্যু-প্রবর্তী সেই মহস্তর জীবনেরই প্রস্তুতির ক্ষেত্রবিশেষ।

১৫। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা (একে অপর থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَتَفَرَّقُونَ ⑮

১৬। আর ক্ষয়ারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য একটি আড়ম্বরপূর্ণ বাগানে আনন্দের আয়োজন করা হবে^{২৭৫}।

فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَاتٍ يُخْبَرُونَ ⑯

১৭। আর ক্ষয়ারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতের (বিষয়টিকে) প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকেই আয়াবের সম্মুখীন করা হবে।

وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ
لِقَاءُ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُخْضَرُونَ ⑰

১৮। ^{গ.}অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ কর এবং ভোরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহ'র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ
تُصِيبُونَ ⑱

১৯। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে^{২৭৬} সব প্রশংসা তাঁরই। আর রাতেও এবং তোমরা যখন দুপুরে প্রবেশ কর তখনো (প্রশংসা তাঁরই)।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
عِشَيَاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ⑲

^২ ২০। ^{ঞ.}তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি পৃথিবীকে এর মৃত্যুর [৯] পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরও (জীবিত ৫ করে) বের করা হবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَ يُخْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ ⑳

২১। আর মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করাও তাঁর নির্দশনাবলীর (একটি)। এরপর দেখ! তোমরা মানুষরাপে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়তে লাগলে^{২৭৭}।

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
إِذَا أَتَتُمْ بَشَرًا تَنْتَشِرُونَ ㉑

দেখুন : ক. ৪:১৭৬; ১৩:৩০; ১৪:২৪; ২২:৫৭; ৪:২২৩; ৬:৩৩৫ খ. ২:৪০; ৭:৭৭; ৫:২০; ৬:১১; ৭:২২-২৯ গ. ১৭:৭৯; ২০:১৩১; ৫:৪৪০ ঘ. ১০:৩২।

২২:৭৫। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণক্ষেত্রে খচিত হয়ে রয়েছে, কেমন করে একটি অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নগণ্য জাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে ইসলামের যাদুস্পর্শে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শীর্ষে উঠে গেল। চরম অধঃপতিত আরব জাতি উন্নীত হলো সুস্বত্ত্বদেরও সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে।

২২:৭৬। মানব-জীবনের সুমহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়টির প্রতিও নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যাবে, নৈতিকতার পাতালে নিপতিত সকলের অবহেলার পাত্র ঐ আরবজাতি মহানবী (সা:) এর অনুসরণের ফলে অল্পকালের ব্যবধানে আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষ মার্গে উপনীত হলো— এই দুটি কথা যুগপৎ ভাবলে মন বিস্ময়াভিত্ত হয়ে উঠে নিনাদে বলে উঠে, 'আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব প্রশংসা তাঁরই।'

২২:৭৭। এই আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে মাটি (তুরাব) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে 'তীন' বা কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (৬:৩৩, ১৭:৬২, ২৩:১৩, ৩২:৪৮, ৩৭:১২, ৩৮:৭২)। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি বলতে তার সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বা অবস্থার ঐ স্তরকে বুঝায় যখন সে কর্দমাবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। এটি কর্দমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বস্তর। এর দ্বারা একথা ও বুঝায় যে মানুষ মাটি থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকে যা দ্বারা সে প্রথম থেকে শেষাবধি বেঁচে থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অঙ্গিতের তিনটি স্বৃতি পেশ করেছেন। (ক) আল্লাহ তাআলা মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অথবা এই মাটির সাথে জীবনের বাহ্যত ঢাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নির্দেশন), ^৪তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝে থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি (লাভের) জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেমপ্রীতি ও দয়ামায়া^{২২৭৮} সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।

২৩। ^৫আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জগনীদের জন্য অনেক নির্দেশন রয়েছে^{২২৭৯}। *

২৪। ^৬আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মাঝে রয়েছে তোমাদের বাতের ও দিনের ঘুম এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের পরিশ্রমও। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে, যারা (কথা) শুনে।

২৫। আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নির্দেশন), ^৭তিনি ভয় ও আশার (উৎসরূপে) তোমাদের বিদ্যুৎ ঘলক দেখান^{২২৮০} এবং ^৮মেঘ থেকে পানি অবর্তীর্ণ করেন। অতঃপর তিনি এর মাধ্যমে পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবান মানুষের জন্য অনেক নির্দেশন রয়েছে।

দেখুন ৪ ক. ৪৪২; ৭১৯০; ১৬৪৭৩; ৩৯৪৭ খ. ৪২৪৩০ গ. ১০৪৬৮; ২৭৪৮৭; ২৮৪৭৮; ঘ. ১৩৪১৩ ঙ. ৪০৪১৪; ৪২৪২৯।

কোনও সম্পর্ক নেই, এতে প্রাণ সৃষ্টির কোন বাহ্যিক উপকরণও দেখা যায় না। (খ) তিনি মানুষকে সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং মানুষের প্রকৃতিতে উন্নতির ও প্রগতি সাধনের বিরাট বাসনা ও প্রেরণা প্রোত্ত্বিত করে দিয়েছেন। মানুষের মনক্ষামনা সিদ্ধির জন্য যেসব শক্তি ও গুণাবলীর ব্যবহার প্রয়োজন সেইসব শক্তি ও গুণাবলী তার মধ্যে মজুদ রয়েছেন। (গ) তিনি মানুষের মনের গাহীনে বিস্তৃতি লাভ, খ্যাতি লাভ ও বিশ্বব্যাপী প্রভৃতি লাভের পিপাসা রেখে দিয়েছেন এবং এসব লাভের উপযোগী প্রয়োজনীয় শক্তিসমূহও তাকে দান করেছেন।

২২৭৮। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসা প্রজননে সাহায্য করে এবং পৃথিবীর বুকে মানবতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। এতে বুকা যায়, মানব সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য কাজ করে যাচ্ছে এবং একজন পরিকল্পনাবিদ সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এতে আরো উপলক্ষ করা যায়, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর পরেও জীবনের প্রবহমানতা থাকা প্রয়োজন।

২২৭৯। মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সাথে তার উন্নতি অঙ্গসীভাবে জড়িত। এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশমালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটে চলেছে। কিন্তু তরুণ এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রয়েছে একটি বিরাট একতা- মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সৃষ্টিকর্তা ও একজনই।

★ [এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে, মানবজাতির সূচনালগ্নে ভাষা ছিল একটিই এবং তা ছিল ইলহামী ভাষা। এরপর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই সূচনাতে মানুষের রংও ছিল একই রকম। এরপর গ্রীষ্ম, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অনুযায়ী তার রঙেরও পরিবর্তন হতে থাকে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে':) কর্তৃক উদ্দৃতে অনন্দিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

২২৮০। আকাশে বিদ্যুৎ-চমকানোর মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। এটি বৃষ্টির আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যা জমিতে উব্বরতা ও ফসল উৎপাদন করে মানুষকে সম্পদশালী করে। বিদ্যুৎ চমকানো দ্বারা বহু প্রকারের রোগ-জীবাণু মারা পড়ে এবং ফসল বিনাশকারী পোকা-মাকড় ধ্বংস হয়। তাই ভৌতি-উৎপাদক হলেও এতে মানুষের বহু উপকারণ সাধিত হয়। এভাবে প্রকৃতির প্রতিটি বহু গ্রেশী পরিকল্পনা মোতাবেক এর স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে চলেছে এবং সেই সুবাদে আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা ঘোষণা করে যাচ্ছে।

وَ مِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آثْفِسْ كُفْهَ أَذْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مَارِبَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^(১)

وَ مِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ الْسِنَّتِ كُمْدَأَ لَوْا نِكْمَدَ رَبَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتِ لِلْعَلَمِينَ^(২)

وَ مِنْ أَيْتِهِ مَنَا مُكْمَبِيَ الْيَمِيلَ وَالنَّهَارِ وَ ابْتِغَاءُ كُمْرَ مِنْ قَصْلِهِ مَارَبَ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتِ لِقَوْمٍ يَشْمَمُونَ^(৩)

وَ مِنْ أَيْتِهِ بِرِيَكُمُ الْبَرَقُ حَوْفًا وَ طَمَعًا وَ بِيَرِزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَيُخْبِي بِسِوَالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمَارَبَ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ^(৪)

২৬। ^৫আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মাঝে (এও হলো একটি নির্দেশন), আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে^{২৮১}। এরপর তিনি যখন পৃথিবী থেকে তোমাদের একটি ডাক দিবেন তখন অক্ষয় তোমরা বেরিয়ে আসবে।

২৭। ^৬আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই (এবং) প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত^{২৮২}।

২৮। ^৭আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন (এবং) এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন। আর এটি তাঁর জন্য অতি সহজ। আর ^৮আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সবচেয়ে মহান মর্যাদা তাঁরই। আর ^৯তিনি মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২৯। তিনি তোমাদের (বুঝানোর) জন্য তোমাদেরই দ্রষ্টান্ত দিচ্ছেন। (তা হলো) তোমাদের অধীনস্থদের মাঝে এমনও কি কেউ আছে, যে আমাদের দানকৃত তোমাদের সেই রিয়কে সমভাবে অংশীদার হয়েছে আর এভাবে তোমরা (অর্থাৎ মালিক ও অধীনস্থ) এ (ধনসম্পদে) সমান হয়ে গেছে^{২৮৩} (আর তোমরা) তাদের (অর্থাৎ অধীনস্থদের) সেভাবে তার পাও যেভাবে নিজেদের লোকদের তার পেয়ে থাক। এভাবেই আমরা বিবেকবান লোকদের জন্য নির্দেশনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।

৩০। আসলে যারা যুলুম করেছে তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের কামনাবাসনার অনুসরণ করেছে। অতএব আল্লাহ যাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন তাকে ^৭কে হেদায়াত দিতে পারে। আর এদের (মত লোকদের) কোন সাহায্যকারী হবে না।

দেখুন : ক. ৩৫৪৪২ খ. ১৬৪৫৩; ২০৪৭; ২১৪২০; ২২৪৬৫ গ. ১০৪৩৫; ২৭৪৬৫; ২৯৪২০ ঘ. ৭৪১৮৭; ১৩৪৩৪; ৩৯৪৩৭; ৪০৪৩৪।

২২৮১। কোটি কোটি যুগ পূর্বে সৌরমণ্ডল অঙ্গিত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু আজও তা সামান্য বিকল হয়নি। আল্লাহর সৃষ্টি কোশল এমন যে দৃশ্যত কোন কিছুর ওপর তার না দিয়েই শূন্য পথে নিজ নিজ কক্ষ পথে যাত্রারত রয়েছে অগণিত গ্রহ-তারা ও নক্ষত্রারাজি।

২২৮২। এটি মানুষের জ্ঞানের ও ধারণারও বাইরে যে কোন সুদূর অতীতে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আজানা-অজ্ঞেয় অতীতকাল থেকে এই সূর্য তার গ্রহগুলোকে সাথে নিয়ে নিজ গতিপথে একইভাবে অবিরাম চলছে। কোথাও নিয়ম-ভঙ্গ নেই, ক্রটি নেই, বিচ্যুতি নেই। কী অনুপম! এরপ কোটি কোটি সৌরজগৎ মহাশূন্যে ভেসে চলেছে। কোথাও দন্ত নেই, নেই সংযর্থ। নিয়ম-শৃঙ্খলার কি অপূর্ব সমাবেশ! পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার কি অচিন্তনীয় রূপায়ন! ‘তারা প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত’ বাক্যটির অর্থ এটাই।

২২৮৩। এই আয়াতে বলা হয়েছে, একই মানবগোষ্ঠীর অস্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রভু এবং তার ভূত্য যেমন সমান বা সম-অধিকারী হয় না এবং তার নিজের সম্পদ ভূত্যের সাথে বর্টন করে সমান অংশীদারিত্ব বরণ করে না, তেমনি আল্লাহ যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা, তিনি এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কারো সাথে ভাগাভাগি করেন না। তিনি অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ
الْأَرْضُ يَأْمُرُهُ شُمَّ لَذَا دَعَاهُ
دَعْوَةً قَوْمَ مِنَ الْأَرْضِ قَوْمَ إِذَا
تَخْرُجُونَ^(১)

وَكَمْ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ كُلُّ
لَهُ قَانِتُونَ^(২)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدِئُ الْخَلْقَ شُمَّ
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ
الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(৩)

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ
هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانًا لَكُمْ
مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
فَإِنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَجِيْفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَغْقِلُونَ^(৪)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ
يُغَيِّرُ عِلْمَهُمْ فَمَنْ يَهْدِي مِنْ أَضَلَّ
إِنَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ^(৫)

★ ৩১। *অতএব সদা (সত্যের প্রতি) অনুরাগী হয়ে তুমি তোমার মনোযোগ ধর্মের জন্য নিবন্ধ কর। আল্লাহর প্রকৃতির^{২২৪} (অনুসরণ কর), যার আদলে তিনি গোটা মানবজাতিকে গঠন করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। *সেটাই প্রকৃত ধর্ম যা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত (এবং যা) অন্য সবাইকে ন্যায়পরায়ণ হতে সহায়তা করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।*

৩২। সদা তাঁরই প্রতি বিনত হয়ে (চল), তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর, নামায কায়েম কর^{২২৫} এবং তোমরা মুশরিক হয়ে যেও না,

৩৩। *যারা নিজেদের ধর্মকে খন্ডবিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।^{২২৬} প্রত্যেকটি দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উল্লাস করছে।

৩৪। *আর কোন মানুষের ওপর যখন কষ্ট নেমে আসে তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনত হয়ে তাঁকে ডাকে। এরপর তিনি যখন তাদেরকে নিজ কৃপার স্বাদ গ্রহণ করান তৎক্ষণাত তাদের এক দল নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করতে আরম্ভ করে,

৩৫। *যাতে আমরা তাদের যা দিয়েছি তারা এর অক্ষঙ্গতা প্রকাশ করে। সুতরাং তোমরা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। অচিরেই তোমরা এর পরিণতি জানতে পারবে।

৩৬। তাঁর সাথে তারা যা শরীক সাব্যস্ত করে আমরা কি এর সমর্থনে এমন কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ^{২২৭} তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি?

দেখুন ৪ ক. ১০১১০৬; ৩০৫৪৪ খ. ৯৮৯৬ গ. ৬৪১৬০ ঘ. ১০১১৩; ৩৯৯, ৫০ ও. ১৬৯৫৬; ২৯৯৬৭।

২২৪। আল্লাহ যেমন এক, মানবজাতিও তেমনি এক। এরই নাম ফিরাতুল্লাহ বা প্রকৃতির ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের প্রকৃতিতে রয়েছে। মানুষের মনের মণিকেঠায় এটা সাড়া জাগায়। মন এতে মন্ত্রমুঞ্চের মতো সায় দেয়। মানব-শিশু এই ধর্ম-প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতা, তার পিতামাতার ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস, তার পরবর্তী শিক্ষা-দীক্ষা তাকে ইহুদী, ম্যাজিয়ান অথবা খ্রিস্টান বানায় (বুখারী)।

* [এখানে ‘আল্লাহর প্রকৃতি’ বলতে তাঁর গুণাবলীকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ হলো, আল্লাহর গুণাবলী অনুকরণ করার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে ক্রমোন্নতি করতে পারে। মানুষের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য প্রাণী কথনো অংশ নিতে পারে না। অন্য কথায় আল্লাহর মহান গুণাবলী অর্জন করতে পারলেই তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। যা হোক একথা অরণ রাখতে হবে, আল্লাহ অসীম কিন্তু মানুষ সসীম। অতএব মানবীয় সীমাবদ্ধতার মাঝে থেকেই সে তাঁর অনুসরণ করতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৫। আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন যদিও ধর্মীয় মূল-নীতি তথাপি কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। সত্য-ধর্ম মানেই এর কিছু আইন-কানুন ও বিধি-নিয়ে থাকতে হবে যার মধ্যে সর্বোচ্চে থাকবে আল্লাহর ইবাদত।

২২৬ ও ২২৭ টীকাদ্বয় পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا فَطَرَتِ
اللَّهُو الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الرَّبِّ الْقَيْمُونُ
وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑧

مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا
شَيْعَاءَ كُلُّ جِزْءٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فِرْحُونَ ⑨

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ شُفَّرَادًا أَذَا قَهْمُهُمْ قَنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ⑩

لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا ثُمَّ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑪

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا فَهُوَ
يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ⑫

★ ৩৭। *আর আমরা যখন মানুষকে কৃপার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা এতে উল্লাস করে এবং দেখ, তাদের (নিজেদের) কৃতকর্মের ফলে তাদের কোন ক্ষতি হলে তারা নিরাশ হয়ে যেতে আরম্ভ করে।

৩৮। তারা কি দেখেনি, *আল্লাহ যার জন্য চান রিয়্ক প্রশংস্ত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন? নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে, যারা ঈমান আনে।

৩৯। *অতএব তুমি নিকটাঞ্চীয়, অভাবী এবং মুসাফিরকেও তার ন্যায্য পাওনা^{২৪৮} দাও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এটা তাদের জন্য উত্তম। আর এরাই সফল হবে।

৪০। *মানুষের ধনসম্পদ একীভূত হয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে যে (অর্থ) তোমরা সুন্দর লাভের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাক সে (অর্থ) আল্লাহর দৃষ্টিতে বাঢ়ে না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেইসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধন সম্পদ) বহুগে বাঢ়াতে থাকে^{২৪৯}।

৪১। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের রিয়্ক দান করেছেন, এরপর *তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন (এবং) এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন^{২৫০}। তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের মাঝেও কি (এমন) কেউ আছে,
[১৩] ৮ যে এসবের কোনটিই করতে পারে? তিনি অতি পবিত্র এবং ৯ (তাঁর সাথে) তারা যা শরীক করে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে।

দেখুন : ক. ১০৪২২; ৪১৪৫১-৫২; ৪২৪৪৯ খ. ২৯৪৬৩ গ. ১৬৫১১; ১৭৪২৭ ঘ. ২৪২৭৬-২৭৭ ঙ. ২৪২৯; ২২৪৬৭; ৪০৪৬৯; ৪৫৪২৭।

২২৮৬। অতীতে দেখা গেছে, সত্য-ধর্ম থেকে বিচ্ছুতি মানুষকে বিভক্ত করে পরম্পরার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ একটি জগন্য তৎপরতা।

২২৮৭। পূর্বের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহর একত্বের প্রতি জোর দেয়ার পর এই আয়াতসহ পরবর্তী তিনটি আয়াতে ‘শিরক’ বা ‘আল্লাহর অংশীবাদিতা’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ খাড়া করার যৌক্তিকতা নেই। বহু-ঈশ্বরবাদের যুক্তিযুক্ত কোন ভিত্তিই নেই। এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। তাই মানব-প্রকৃতি, বৃদ্ধি ও যুক্তি সবকিছুই পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

২২৮৮। ‘তার ন্যায্য পাওনা দাও’ এই কথাটির মধ্যে একটি আদর্শ নীতি নিহিত রয়েছে। নীতিটা হলো, ধনীরা সমাজের গরীব লোকদেরকে সদকা, যাকাত, দান-খয়রাতরপে যা দিয়ে থাকেন তা গরীবদের ন্যায্য পাওনা। এই ন্যায্য পাওনা দাবীব্রহ্মণ। কেননা গরীবেরা স্থীয় পরিশ্রম ও কাজকর্মের মাধ্যমে ধনবানদের ধন-সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে (৫০:২০)। তাই দেখা যায়, কুরআন যেখানেই বিশ্বাসীদের প্রতি দরিদ্র-অভাবীদেরকে দান করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানেই ‘ইতে’ (দান কর) শব্দটি ব্যবহার না করে ‘আতে’ (আদায় কর) শব্দটি ব্যবহার করেছে। এই রূপ শব্দ ব্যবহারের লক্ষ্য এটিই যে দরিদ্র-অভাবী শ্রেণীর লোকের মনে ‘দয়ার দান’ গ্রহণজনিত কোন অপমানবোধ বা হীনতা যেন না জাগে এবং তাদের মাথা নত না হয় (কাশ্শাফ)।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمُتُ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ^(১)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْرِبُ دَارَّ فِي ذَلِكَ
لَا يُلِيقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^(২)

فَاتِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينُونَ
وَابْنَ السَّبِيلِ بِذَلِكَ خَيْرٌ لِلّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ لِئَلَّكَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ^(৩)

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَّاً إِنَّمَا يَرِبُّ
النَّاسُ فَلَا يَرِبُّونَا عِنَّدَ اللَّهِ وَمَا
أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ^(৪)

أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ وَهَلْ مِنْ
شَرِّ كَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَنْ
شَيْءٌ إِلَّا سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ^(৫)

৪২। মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশ্ঞেলা ছেয়ে গেছে^{১১১}। এর পরিণামে তিনি তাদের কোন কোন কর্মের (শাস্তির) স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন যাতে তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে।

৪৩। তুমি বল, ‘‘তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং তেবে দেখ, পূর্ববর্তীদের কিরণ পরিণতি হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।’

★ ৪৪। ‘আল্লাহর কাছ থেকে সেই অপ্রতিরোধ্য দিন আসার পূর্বেই তোমার মনোযোগ সেই ধর্মের প্রতি নিবন্ধ কর যা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যদের ন্যায়পরায়ণ হতে সাহায্য করে। সেদিন তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দেখুন : ক. ১৬৯৩৭; ২৭৯০; ৪০৯৮৩ খ. ১০৯১০৬; ৩০৯৩১।

২২৮৯। এই আয়াতে যাকাত ও সুদের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত পদ্ধতির দান অভাবী-দারিদ্রদের আত্মসম্মান ও মানবর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে তাদের অভাব-অন্টন ও দারিদ্র্য ক্লেশ মিটিয়ে থাকে। অপর পক্ষে সুদের লগ্নি গরীবের অভাবমোচন তো করেই না, বরং তার দারিদ্রকে বাড়িয়ে দেয়, একদিকে অভাবীর অভাব বাড়ায়, অন্যদিকে ধনীদের ধন বাড়ায়। মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠই দারিদ্রের যুক্তিক্ষেত্রে নিষেধিত হচ্ছে আর একটা সংখ্যালিপিট গোষ্ঠী সম্পদের পাহাড় গড়ে তার ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে, এর মূলে রয়েছে ‘সুদ’। সুদের কাঠামো আর সুদের প্রতিষ্ঠানই এই মহা বৈষম্যের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী। এই আয়াতে ব্যাংক বা অন্যান্য সংস্থায় টাকা রেখে সুদ গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে বিশেষভাবে।

২২৯০। আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিয়কদাতা ও পালনকর্তা। আমাদের জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তাও তিনিই। এই অত্যাবশ্যকীয় শুণাবলী এককভাবে যার মধ্যে আছে, আমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই।

২২৯১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে মূল বক্তব্য রাখা হয়েছে তা হলো, আমরা যেন এই ‘বিশ্বাসে’ নিশ্চিতভাবে উপনীত হই যে আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও সর্বশক্তিমান, যিনি সব কিছুর সৃষ্টি ও জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, যখন মানুষ বিভাস্তি ও কুসংস্কারের অঙ্গকারে হাবুড়ুর পেতে থাকে এবং প্রকৃত আল্লাহকে ছেড়ে নিজের মনগড়া খোদার পূজায় গা ভাসিয়ে দেয় তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করে বিভাস্ত ও হারানো মেষগুলোকে পথ দেখিয়ে পুনরায় নিজের খোঁয়াড়ে নিয়ে আসেন। ‘সগুম শতাব্দীর প্রারম্ভটা ছিল জাতীয় ও সমাজ জীবনে এক মহাপচনের যুগ। নেতৃত্ব জীবনে তখন ধর্মের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম কেবল অর্থহীন কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের বড় বড় ধর্মগুলো তাদের অনুসারীদের জীবনে সুস্থ প্রভাব ফেলতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। যরখন্ত্র, মূসা ও ঈসার প্রজলিত আলোকবর্তিকা মানুষের রঙে নির্বাপিত হয়ে গেল,... পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভাজগত উচ্জ্ঞেলা-বিশ্ঞেলার দ্বারা-প্রাপ্তে উপনীত হলো। মনে হলো চার হাজার বছর পূর্ব থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠা সভ্যতা এই বুঝি ভেঙ্গে পড়লো।... যে সভ্যতা মহাবৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখা ও পল্লব-পুষ্প দ্বারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছিল, যে সভ্যতার স্পর্শ কার্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সুর্বৰ্ণ ফলের মতো সাজিয়ে তুলেছিল, তা এখন টলটলায়মান হয়ে গেল। সেই বৃক্ষের কাঞ্চগুলোর ভক্তি-ভালবাসা ও শুন্দা-আকর্ষণী শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে পচে গেল’ (ইমোশন এজ দি বেসিস অব সিভিলাইজেশন’ এবং ‘স্প্রিংট অব ইসলাম’)।

এই ছিল মানুষের অবস্থা যখন বিশ্ব-মানবতার পরম শিক্ষক মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) বিশ্বের ধর্ম-মধ্যে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কাছে পূর্ণতম ও সর্বশেষ ধর্মীয় বিধান অবর্তীর্ণ হলো কুরআন শরীফের আকারে। পূর্ণতম বিধান বা শরীয়ত তখনই অবর্তীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত সময় ছিল যখন সর্বপ্রকার পাপরাশির অধিকাংশই কোন না কোনোক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে আঘ প্রকাশ করেছিল।

‘স্থলে ও জলে’ শব্দ দু’টি দ্বারা বুঝাতে পারে : (ক) স্থল দ্বারা ঐ জাতিগুলো বুঝায় যারা কেবল যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়েছিল, এবং জল দ্বারা ঐ জাতিগুলোকে বুঝায় যারা ঐশ্বী-বাণীর ওপর ভিত্তি করে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়েছিল, (খ) যারা মূল ভূখণ্ডগুলোতে বাস করে এবং যারা দ্বীপগুলোতে বাস করে।

মোট কথা ‘জলে ও স্থলে’ বলতে এই আয়াতে বিশ্বের সকল জাতিকেই বুঝিয়েছে। তারা সকলেই রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সর্বোপরি নেতৃত্বভাবে চরম অধিগতনে নিপত্তি হয়েছিল।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذَيْقَهُمْ
بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعْنَهُمْ
يَرْجِعُونَ^{১১১}

فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ^{১১২}

فَآتَيْمَوْ جَهَلَتْ لِلَّذِينَ الْقَيْمَمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَمَرَدَ لَهُ مِنْ أَنْ شَوَّ
يَوْمَئِيجِ يَصَدَّعُونَ^{১১৩}

৪৫। যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের (কুফল) তার ওপরই বর্তাবে এবং যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই (কল্যাণের) ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে,

৪৬। *যেন তিনি নিজ অনুগ্রহে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের পছন্দ করেন না।

৪৭। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে (এও একটি নিদর্শন), তিনি সুসংবাদ বহনকারীরূপে^{২২২} বায়ু পাঠান। আর (এটা এজন্য করেন) যেন তিনি তাঁর কৃপার কিছু স্বাদ তোমাদের ভোগ করান ও *নৌযানগুলো যেন তাঁর আদেশে চলে এবং তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অব্বেষণ কর। আর এতে সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

৪৮। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসূলকে তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। এরপরও যারা অপরাধ করেছিল আমরা (তাদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। *আর মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

৪৯। তিনিই *আল্লাহ, যিনি বায়ু পাঠান। এরপর এ (বায়ু) মেঘের আকারে জলীয়বাস্প বহন করে। এরপর তিনি যেভাবে চান একে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তিনি একে বিভিন্ন টুকরায় পরিণত করেন। এরপর তুমি এর মাঝ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেখ। আর তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যখন যাকে ইচ্ছা এ (কল্যাণ) পৌছিয়ে দেন। তারা তৎক্ষণাত আনন্দিত হয়ে ওঠে,

৫০। যদিও এ (বৃষ্টি) তাদের ওপর অবর্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা এর আসার ব্যাপারে★ নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

দেখুন : ক. ১০৪৫; ৩৪৪৫ খ. ১৭৪৬৭; ৩১৪৩২; ৪৫৪১৩ গ. ১০৪১০৮; ৪০৪৫২; ৫৮৪২২ ঘ. ২৪৪৪৮।

২২৯২। এই আয়াতের শব্দগুলো নির্দেশ করে, একই ঐশ্বী-নীতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীতে যেভাবে কার্যকরী হয় ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতেও একইভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টি আসার পূর্বে মেঘের সৃষ্টি হয় ও বাতাস বইতে থাকে। তেমনি ঐশ্বী সংক্ষারকের আগমনের পূর্বাভাসস্বরূপ তাঁর শিক্ষার প্রচারোপযোগী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি আগেই হয়ে থাকে এবং নেক ও পবিত্র ধর্মপরায়ণ লোকেরা আগেভাগেই তাঁর ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে এবং তাঁর পথ সুগম ও সহজ করে যান।

★ ['কাবলিহী' এর অর্থের জন্য আল মু'জিমুল ওয়াসিত দেখুন। সুতরাং লেখা আছে 'ক্লাবালা' 'ইয়াক্বুলু' 'ক্লাবালান'; আতা আকুব্বালা অর্থাৎ সে এল বা সে আসলো! (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন কর্বামে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ مِمَّا دُونَ^৩

لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحِ
مِنْ قَضِيلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ^৩

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ يُرِسِّلَ الرِّئَاسَةَ
مُبَشِّرًا بِهِ وَلِيُذْيِقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ
لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِإِمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^৩

وَلَقَدْ أَرَسْلَنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ آجَرُوا مُوَادَةً
كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ^৩

أَللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّئَاسَةَ فَتُشَيِّرُ
سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَادَقَ يَخْرُجُ
مِنْ خَلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ^৩

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يُنَلِّسْبِينَ^৩

৫১। অতএব তুমি আল্লাহর কৃপার চিহ্নাবলীর দিকে দৃষ্টি দাও, কিরণে ক্ষতিনি পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই মৃতদের জীবিত করবেন^{২২৯৩}। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।*

৫২। আর ^كআমরা যদি এরূপ কোন বাতাস পাঠাই, যার ফলে তারা এই (সবুজ ক্ষেত্র খামারকে) হলুদ হয়ে যেতে দেখে তখন তারা এ (দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার) পর অবশ্যই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে।

৫৩। আর নিশ্চয় তুমি (তোমার) এ আহ্বান মৃতদের শুনাতে পার না এবং ^كবধিরদেরও শুনাতে পার না যখন তারা পিট্টান দিয়ে চলে যায়।

৫৪। ^كআর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পথনির্দেশনা দিতে পার না। আমাদের আয়াতসমূহের [১৩] প্রতি যারা ঈমান আনে তুমি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পার।
৮ অতএব তারাই হলো আত্মসমর্পণকারী^{২২৯৪}।

৫৫। ^كআল্লাহই তোমাদেরকে এক দুর্বল (অবস্থায়) সৃষ্টি^{২২৯৫} করেছেন, আর দুর্বলতার পর শক্তি দিয়েছেন এবং শক্তি (দানের) পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দিয়েছেন। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

৫৬। আর যেদিন কিয়ামত^{২২৯৬} সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে, ^كতারা এক মুহূর্তের বেশি (পৃথিবীতে) থাকেনি। এভাবে (পূর্বেও) তাদের (পথ) ভ্রষ্ট করে দেয়া হতো।

দেখুন : ক. ১৬৯৬; ২২৯৬; ৩১৯২২; ৪৫৯৬ খ. ৫৬৯৬; ৫৭৯২১ গ. ১০৯৪৩; ২১৯৪৬; ২৭৯৮১ ঘ. ১০৯৪৪; ২৭৯৮২ ঙ. ৪৯৬৮ চ. ১০৯৪৬; ৪৬৯৩৬।

২২৯৩। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে প্রাক্তিক নিয়মেই অতিমাত্রার শুক্তার পরে বৃষ্টির আগমন হয় এবং শুক্ত ও তৃষ্ণার্ত পৃথিবী এর মাধ্যমে এক নবজীবন লাভ করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, নেতৃত্বক্ষেত্রে অধঃপতিত ও কলুষিত মানুষের পুনরুজ্জীবনের জন্য সেই একই ঐশ্বী নিয়ম কার্যকরী করা হয়ে থাকে। মৃতপ্রায় জাতিগুলো আল্লাহর নবীর আগমনে নব জীবন লাভ করে থাকে।

* [সমুদ্র থেকে জলীয়বাস্পরাপে বিশুদ্ধ পানি উঠার, এরপর তা উঁচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বিশুদ্ধ পানির আকারে নিম্নভূমির দিকে প্রবাহিত হওয়ার কথা ৪৯-৫১ আয়াতে বলা হয়েছে। এর দরুন ভূমি সজীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ তালাল পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থাপনা যদি অব্যাহত না থাকতো তবে পৃথিবীতে কোন প্রকারের জীবনের চিহ্নই থাকতো না। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২৯৪। কোন নবী কিংবা কোন ঐশ্বী-বাণীই মানুষকে আল্লাহর কাছে আনতে পারে না, যদি না সে স্বেচ্ছায় সত্যের বাণী শুনতে চায় ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়। নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তবেই আল্লাহর কাছ থেকে সুফল আসে এবং এভাবেই মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে, নয়তো ভাঙ্গে।

২২৯৫। 'যুক' শব্দটা এই আয়াতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'যুক' অর্থ দুর্বলতা। এটা মানব জীবনে অন্তত তিনবার দেখা দেয়— ভ্রগের অবস্থায়, শৈশবাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়।

২২৯৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَانْظُرْ إِلَى أُثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ
يُخْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ ذَلِكَ
لَمْ يَهِيَ الْمُؤْقَنُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ^{১)}

وَلَئِنْ أَذْسَلْنَا دِينَّا فَرَآهُ مُضْفَرًا
لَظَلَّوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ^{২)}

فَإِنَّكَ لَا تُشْعِمُ الْمُؤْقَنَ وَ لَا تُشْعِمُ
الصُّمَّ الْدُّعَاءِ إِذَا أَلَّوا مُذْبِرِينَ^{৩)}

وَمَا أَنْتَ بِهِ الْعُمَيْرِ عَنْ ضَلَالِهِمْ،
إِنْ تُشْعِمُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِمَا يَتَبَشَّرُ فَهُمْ
مُسْلِمُونَ^{৪)}

أَنَّهُ أَنْذِي خَلْقَكُمْ مِنْ صُعْدَفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ صُعْدَفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضُعْفًا وَ شَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ
هُوَ الْعَلِيهِمُ الْقَدِيرُ^{৫)}

وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
الْمُجْرِمُونَ لَا مَا لَيْتُهُمْ غَيْرَ سَاعَةٍ
كَذِيلَكَ كَانُوا يُؤْفِيُونَ^{৬)}

৫৭। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ’র হিসাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে এবং এটাই হলো পুনরুত্থান দিবস^{২২৯৭}। কিন্তু তোমরা জ্ঞান রাখ না।’

★ ৫৮। ^কসুতোঁঃ যারা যুলুম করেছিল সেদিন তাদের ওজর আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং (তাঁর) দোরগোড়াতেই তাদের আসতে দেয়া হবে না^{২২৯৮}।

৫৯। আর নিশ্চয় ^খআমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গ বর্ণনা করেছি^{২২৯৯}। আর তুমি তাদের কাছে কোন নির্দশন নিয়ে এলে অস্থীকারকারীরা নিশ্চয় বলবে, ‘তোমরা মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছু নও।’

৬০। যারা জ্ঞান রাখে না আল্লাহ’র তাদের অন্তরে ^গএভাবেই মোহর মেরে দেন^{২৩০০}।

৬১। অতএব তুমি দৈর্ঘ্য ধর। নিশ্চয় আল্লাহ’র প্রতিশ্রূতি সত্য [৭] এবং যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে না তারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়ে ৯ আদৌ স্থানচূর্চত না করে।

দেখুন : ক. ১৬৮৫; ৪১৮২৫; ৪৫৪৩৬ খ. ১৭৪৯০; ৩৯৪২৮ গ. ৯৪৯৩; ১৬৪১০৯; ৪৭৪১৭।

২২৯৬। ‘সাআত’- এখানে ইসলামের বিজয় মুহূর্ত বোঝায়।

২২৯৭। এখানে ‘পুনরুত্থান’ কথাটি দ্বারা মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানকে বুঝায়নি, বরং আধ্যাত্মিক সংস্কারকের আগমনে যে আধ্যাত্মিক নবজীবনের সূচনা হয় তাকেই বুঝিয়েছে।

২২৯৮। ‘ইউসতা’তাবুন’ অর্থঃ (ক) ঐশ্বী দ্বারে অগ্রসর হবার অনুমতি তারা পাবে না, (খ) তারা যে সব পাপাচার করেছে তা শুধরাবার অনুমতি পাবে না, (গ) তাদের সমর্থনমূলক কোন ওজর-আপত্তি এহণ করা হবে না এবং (ঘ) তারা আল্লাহ’র অনুগ্রহের গন্তব্য ভিতরে গৃহীত হবে না। এই সকল অর্থই মূল ধাতু ‘আতাবা’র মধ্যে বিদ্যমান।

২২৯৯। ‘মাসাল’ শব্দের অর্থ বর্ণনা, যুক্তি, আলোচনা, শিক্ষা, প্রবাদ, চিহ্ন, উপদেশপূর্ণ ছোটগল্প বা উপর্যা (লেইন)।

২৩০০। কেবলমাত্র তাদের হৃদয়েই সীলমোহর মারা হয় যারা ঐশ্বী সংস্কারকগণের মাধ্যমে আগত ঐশ্বী-জ্ঞানকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে। অস্থীকারকারীর হৃদয়ের দ্বার বন্ধকরণ ক্রিয়াটি আপনাপনি সংঘটিত হয়ে থাকে, যখন ঐশ্বী-জ্ঞানকে তার সম্মুখে বার বার যুক্তি সহকারে তুলে ধরা সত্ত্বেও সে তা অবহেলা করে ও প্রত্যাখ্যান করতে থাকে।

وَقَالَ الْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأَدِيمَانَ
لَقَدْ لِيَثْتَمُ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ
الْبَعْثَةِ زَفَهَا يَوْمُ الْبَغْثَةِ وَلِكِنْكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَخْلُمُونَ^{১১}

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الْذِينَ ظَلَمُوا
مَحْذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ^{১২}

وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَيْئَنْ جِئْتَهُمْ بِإِيَّاهُ
لَيَقُولُنَّ الْذِينَ كَفَرُوا إِنَّ آتَنَا لَأَنَا
مُبْطِلُونَ^{১৩}

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^{১৪}

فَاضِرِزْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
يَسْتَخِفَنَكَ الْذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ^{১৫}